খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 41 ❑ 26 Dec., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ফেরিওয়ালা বেশে জঙ্গি গ্রেপ্তার!

শাল ব্যবসার আড়ালে অন্য কারবার!

পুলিশকে চিঠি বনগাঁর পৌর প্রধানের

জয় চক্রবর্তী : সম্প্রতি ক্যানিং বাজার থেকে কাশ্মীরি জঙ্গি সংগঠন তেহেরিক ই মুজাহিদিনের অন্যতম পাণ্ডা জাভেদ আহমেদ মুন্সি গ্রেপ্তার হয়। সে ক্যানিং বাজার কাশ্মীরি শাল বিক্রেতা হিসেবে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিল। সুন্দরবন লাগোয়া হেমনগর উপকূল থানার পুলিশও সন্দেহভাজন কয়েকজন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করেছে। যদিও তাঁরা পুলিশের কাছে ফেরিওয়ালা বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে জঙ্গিরা ঢুকে পড়তে পারে সীমান্ত শহর বনগাঁতে। সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠ বনগাঁ থানায় বিষয়টি নিয়ে একটি চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বনগাঁ শহরে কাশ্মীর থেকে আসা ফেরিওয়ালাদের সংখ্যা বাড়ছে। কাশ্মীর থেকে আশা ওই যুবকরা শাল ও শীতের পোশাকের দোকান খুলেছেন। যত দোকান তাঁরা করছেন, শীতের পোশাকের তত ক্রেতা

বনগাঁয় নেই। শীতের পোশাক বিক্রি করতে কারা আসছেন, তাঁদের কোনও তথ্য পুরসভার কাছে নেই। সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য তাঁদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন। বনগাঁ শহরে আসা ফেরিওয়ালা ওই যুবকদের সম্পর্কে তদন্ত করা হোক।'

গোপালবাবু বলেন, 'বাংলাদেশে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ এখন মৌলবাদী জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর হয়ে রয়েছে। আমাদের বনগাঁ শহর বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। বাইরে থেকে শাল ব্যবসার নাম করে কারা আসছেন, তা তদন্ত করে দেখা দরকার। পুলিশকে অনুরোধ করেছি।'

তৃতীয় পাতায়...

বাংলাদেশের সিম কার্ড, নেশার ট্যাবলেট সহ গ্রেপ্তার পাচারকারী মহিলা

প্রতিনিধি : নিষিদ্ধ কয়েকশো ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল মহিলা। একটি গাড়িতে চেপে যাচ্ছিল সে। সূত্র মারফত খবর পেয়ে গাড়ি আটকে মহিলাকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ইয়াবা ট্যাবলেট। তল্লাশি চালিয়ে তিনটি বাংলাদেশি ও ছটি ভারতীয় সিম কার্ড উদ্ধার করেছে বাগদা থানার পুলিশ। শনিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার হেলেঞ্চা বাজার এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম রহিমা খাতুন মন্ডল। বাড়ি বনগাঁ থানার চাঁদা রায়পুর এলাকায়। মহিলা পাচারের সঙ্গে যুক্ত। এদিন বিকেলে সূত্র মারফত খবর পেয়ে সন্দেহজনকভাবে হেলেঞ্চা বাজার এলাকায় বনগাঁ বাগদা সড়কে পুলিশ ধৃতকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তার কাছ থেকে প্রায় ৪০০ টি নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেটের পাতা ও নটি সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে। তারমধ্যে ছটি ভারতীয় সিম কার্ড ও তিনটি বাংলাদেশী সিম কার্ড। জেরায় ধৃত জানায়, সে বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্যে ইয়াবা ট্যাবলেট গুলি নিয়ে যাচ্ছিল। পাশাপাশি কি কাজে ব্যবহৃত হতো সিম কার্ডগুলি এবং বাংলাদেশী সিম কার্ড তার কাছে কিভাবে এলো, তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার ধৃত মহিলাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তার পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ , ৭০৭৬২৭১৯৫২

পেট্রাপোলে থমকে যৌথ রিট্রিট (যৌথ কুচকাওয়াজ)

প্রতিনিধি : পাঞ্জাবের ওয়াগা সীমান্তের পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্তের নো-ম্যানস ল্যান্ডে ২০১৩ সালের ৬ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর যৌথ প্যারেড কুচকাওয়াজ। বর্তমানে বন্ধ থাকা যৌথ রিট্রিট চালুর দাবি জানাল পেট্রোল বন্দরে ঘুরতে আসা পর্যটকরা। গ্যালারিও। করোনা লকডাউনের সময় এই যৌথ কুচকাওয়াজ বন্ধ ছিল। পরে তা শুরু হলেও শনি মঙ্গলবার চলত। আধা ঘন্টার অনুষ্ঠান হতো। অশান্ত বাংলাদেশের হাসিনা সরকার পতনের পর থেকে এই যৌথ প্যারেড থমকে যায়। বর্তমানে তা পুরোপুরি বন্ধ। ফিরে যাচ্ছেন পর্যটকেরা। পুনরায়

বন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৩ সালে সে সময়ের ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তার সূচনা করেছিলেন। তারপর থেকে দৈনিক বিকালে নো-ম্যানস ল্যান্ডে দু দেশের জওয়ানেরা একসঙ্গে প্যারেড করতো এবং দু'দেশের জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলত। এই যৌথ প্যারেড দেখতে রাজ্য তথা দেশের বহু মানুষ দৈনিক বিকালে পেট্রাপোল সীমান্তে ভিড় করতো। পর্যটকদের বসার জন্য দু'দেশের নো-ম্যানস ল্যান্ডে রয়েছে যৌথ কুচকাওয়াজ শুরু করার দাবি জানাচ্ছে পেট্রাপোল বন্দরে আসা একাধিক মানুষ। বনগাঁর কালিয়ানির অতনু মন্ডল, ধৃতিমান পালরা বলেন, 'আমরা বাচ্চাদের নিয়ে আসতাম, শিক্ষকরা ছাত্রদের নিয়ে আসতো। দেশের মৈত্রীর প্রতীক ছিল এই যৌথ কুচকাওয়াজ। আগস্ট মাসের পর থেকে বন্ধ রয়েছে। আমরা চাই, দু'দেশের সম্পর্ক ঠিক হোক, আবার পুনরায় চালু হোক যৌথ কুচকাওয়াজ।

প্রসূতি মহিলার দুটি জরায়ু, বিরল ঘটনার সাক্ষী চিকিৎসকেরা

প্রতিনিধি : মহিলার দুটি জরায়ু। একটি মূত্রথলির নিচে, অন্যটিতে সন্তান। প্রসূতি মহিলার অস্ত্রোপচারের সময় সেই ঘটনা নজরে আসতেই কয়েক মুহূর্ত থমকে যায় চিকিৎসক। রীতিমতো অবাক হন অপারেশন থিয়েটারে থাকা চিকিৎসক ও নার্সরা। জটিল অপারেশন শেষে সুস্থ শরীরে মা ও সন্তানকে বাড়ি ফেরালো বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক মহীতোষ মন্ডল। ঘটনার সাক্ষী রইল একদল চিকিৎসক ও নার্সেরা। সোমবার ছোট্ট শিশুকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন বনগাঁর আঙারপুকুরিয়া এড়োপোতা বাজার এলাকার বাসিন্দা পূজা বিশ্বাস।

প্রেমের টানে বাংলাদেশে, বিজিবির হাতে গ্রেপ্তার ভারতীয় যুবক

প্রতিনিধি : এক বাংলাদেশী মহিলার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বাগদার খোয়ারা গ্রামের যুবক সুপ্রতিম হালদার। অভিযোগ, ওই মহিলা দালালের মাধ্যমে কিছুদিন আগে ওই যুবককে বাংলাদেশে নিয়ে যায়।

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৪১ ❐ ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

নিত্যযাত্রীদের নিত্য দুর্ভোগের নাম বনগাঁ লোকাল

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক মানুষ প্রতিদিন কর্মের খাতিরে হাজির হয় মহানগর কোলকাতায়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনেও অসংখ্য মানুষকে যেতে হয় মহানগরে। হোক সে অফিসিয়াল বা চিকিৎসার প্রয়োজন। গন্তব্য সেই মায়ানগরী। আর সেখানে পৌঁছানোর সহজলভ্য মাধ্যম ভারতীয় রেল। বিভিন্ন লাইনের ট্রেন নির্দিষ্ট গতি মেনে চললেও বনগাঁ লোকালের গতির যেন কোন সঠিক মাপকাঠি নেই। ভিড়ে ঠাসা নিত্যযাত্রীরা অর্ধেক শক্তি হারিয়ে ফেলে যাত্রাপথেই। তার উপর বারাসতে ঢোকার মুখে সিগন্যাল হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ। এই সিগন্যাল হারানো প্রতিদিন প্রায় প্রতিটি ট্রেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই ঘটনা শুধু বারাসাতেই নয়, দমদম, বিধাননগর এবং শেষ স্টেশন শিয়ালদহ ঢোকার মুখে প্রতিনিয়ত হয়েই থাকে। ফলে দুর্ভোগে পড়ে লক্ষাধিক বনগাঁ লোকালের নিত্যযাত্রী। ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবী দীর্ঘদিনের। সে দাবী পূর্ণ না হলেও ট্রেনের গতি যদি সঠিক থাকে, তাহলে হয়ত যথাযথ সময়ে অফিসযাত্রী অর্ধেক শক্তি হারিয়েও অফিসে পৌঁছাতে পারে। ট্রেন থমকে গেলেও সময় গতিশীল। নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে সে এগিয়েই চলে। তাইতো নিত্যযাত্রীদের কপালে প্রতিদিন জোটে অফিস বসের কটূক্তি; তিরস্কার! লাঞ্ছনা সহ্য করে চলে তাদের জীবন জীবিকা। রেলকর্তৃপক্ষের সদয়দৃষ্টি যদি পড়ে বনগাঁ লোকালে, তাহলে হয়ত এই দুর্ভোগের শেষ হবে। না হলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিকার হবে— এই দুর্ভোগের; সহ্য করবে অফিস বসের গঞ্জনা!

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীতে সাড়ম্বরে কবি বরুণ হালদারের গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২১ ডিসেম্বর কলকাতার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীতে দত্তপুকুর কবিতীর্থ সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও গীতিকার বরুণ হালদারের ৪খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এদিন অপরাহ্নে আকাদেমির সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলন ও গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন প্রবীণ কবি নীলাচল চট্টরাজ, অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে

উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মুখ্য উপদেষ্টা বিশিষ্ট সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ, কাব্য-সাহিত্য প্রেমী ড. সীমা রায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, কেশব রঞ্জন প্রমুখ। উদ্যোক্তারা উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয়, প্রস্ফুটিত গোলাপ ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ইতি হালদারের গাওয়া গানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি সম্মেলন ও গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মঞ্চে আসীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কবিতীর্থ সাহিত্য পত্রিকার প্রাণপুরুষ বরুণবাবু প্রণীত দু'খানি কবিতার বই কণ্ঠ কোলাজ ও কিশোর বন্ধু, শ্রুতি নাটকের সংকলন 'মনোবিম্ব' এবং সংগীত সংকলন 'গানের ভুবন' এর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গীতিকার পরাশর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরকার পুলক সরকার, পুস্তকগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করে বিশিষ্টজনেরা পুস্তক প্রণেতা বরুণ বাবুর কাব্য, সংগীত ও নাট্য প্রতিভার ভূয়ষী প্রশংসা করেন। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কবি সাহিত্যিকগণ স্বরচিত এবং বরুণ বাবুর লেখা কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করে শোনান। স্বরচিত গান গেয়ে শোনান প্রখ্যাত গায়ক অমল মণ্ডল, বরুণ বাবুর কবিতা আবৃত্তি করে শোনান সুপ্রীতি আদক, পাপিয়া মণ্ডল, শান্তা বিশ্বাস, স্বপ্না বিশ্বাস প্রমুখ, বরুণবাবুকে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে শিশুশিল্পী অর্চিস্মিতা জানা উপস্থিত সকলের মন জয় করে নেয়। বরুণবাবুর লেখা শ্রুতিনাটক 'কুঁচো চিংড়ি' পরিবেশন করে দর্শক শোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করেন উজ্জ্বল আইচ ও শম্পা আইচ। বিশিষ্ট সঞ্চালক দীপক জয়ধর এর সুচারু পরিচালনায় কবিতীর্থ আয়োজিত এদিনের কবি সম্মেলন ও বরুণবাবুর গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রয়াত শিক্ষিকার জন্মদিনে আলোচনা চক্র

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙ্গার প্রীতিলতা শিক্ষানিকেতনের (বালিকা) সদ্য প্রয়াত শিক্ষিকা এবং গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী সদ্য প্রয়াত রেখা দাঁর জন্মদিনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডাঃ অভিষেক দাঁ ও কন্যা চিকিৎসক সায়ন্তনী দাঁ। গবেষণা পরিষদ এর ব্যবস্থাপনায় গত ২৭ ডিসেম্বর অপরাহ্নে পরিষদ এর সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা চক্রে 'দেহদান ও অঙ্গদান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও এর সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ শীর্ষক বিষয়ের উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন চিকিৎসক ডাঃ কমল কৃষ্ণ সরকার ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী সুজন ভট্টাচার্য। মুক্তমন মুক্তচিন্তা পত্রিকার সৌজন্যে অনুষ্ঠিত এদিনের আলোচনা চক্রে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান সমাজসেবি কালিপদ সরকার, সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী ও গবেষণা পরিষদ এর প্রাণপুরুষ দীপক কুমার দাঁ প্রমুখ।

ভ্রমণ ঃ

সূর্যোদয় ভূমি অরুণাচল

অজয় মজুমদার

বাইরে থেকে আসা মানুষদের সঙ্গে একে একে পরিচয় হলো। তারা সবাই আমাদের সহযাত্রী। আমাদের বেশিরভাগ সহযাত্রিই সিনিয়র সিটিজেন। সাংতি উপত্যকায় হাইকিং করা যেতে পারে। ইয়াকের জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রটি দেখা যেতে পারে। এখানে একটি গরম জলের স্প্রিংও আছে। যা শরীর ও মনকে তাজা করে দেয়।

দিরাং মনাস্ট্রি .সবচেয়ে আশ্চর্যজনক স্থানগুলির মধ্যে একটি। মনাস্ট্রি -র উপর থেকে সম্পূর্ণ দিরাং শহরটি দেখা যায়। মঠের চারপাশের দেয়ালে আঁকা সমস্ত ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়। সাংতি ভ্যালি (Sangti valley)-বা উপত্যকা হল পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকা। এটি অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম ক্যামেং জেলায় অবস্থিত। উপত্যকার সঙ্গে সাংতি নদী বয়ে গেছে। এই উপত্যকাটি তার মনোরম দৃশ্য ও আবহাওয়ার জন্য পরিচিত। সাংতি গ্রামটি দিরাং থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দিরাং জংগ্রামে সাংতি নদীর মিলন ঘটে। গ্রামটি বোমডিল্লা-তাওয়াং হাইওয়ে দিয়ে সংযুক্ত একটি রাস্তা আছে যা দিরাং জং সাংতি গ্রামের সাথে সংযুক্ত করে, যা প্রায় ১০ কিলোমিটার যুক্ত। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে : - উপত্যকার ভেতরে অবস্থিত গ্রাম। গ্রামটি বোমডিলা জেলা সদর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গ্রামটিতে বেশিরভাগই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী মনপা লোকেদের বসবাস। গ্রামের জনসংখ্যা ৬৩০ জন।

বৌদ্ধমঠ : - উপত্যকার পাশাপাশি অবস্থিত অনেক মনপা পূজা মঠ রয়েছে।

সাংতি ভ্যালি ভেড়ার খামার : - দিরাং থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে সাংতি নদীর তীরে অবস্থিত একটি ভেড়া প্রজনন খামার রয়েছে।

ক্যাম্পসাইট--- নদীর সাথে অবস্থিত অনেক ক্যাম্প সাইট রয়েছে। সেগুলি স্থানীয়দের মালিকানাধীন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

বন্যপ্রাণী :--- উপত্যকাটি কালো গলার সারস (থিংথুং কারমু) এর বিপন্ন প্রজাতির প্রজনন কেন্দ্র।

মনপা সম্প্রদায়ের মধ্যে পাখিটিকে পবিত্র বলে মনে করা হয়।

মনপা মানুষ : - ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের প্রধান মানুষ হল মনপা। ২০,০০০(কুড়ি হাজার) জন মনপা তাওয়াং জেলায় বাস করে। অরুণাচল প্রদেশে ৬০,৫৪৫ জন বাস করে, ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী। চীনা (তিব্বত)১০৫৬১; ২০১০ আদমশুমারি অনুযায়ী, ভুটান এর ৩০০০ জন। এই জনজাতির মধ্যে তিনটি ভাষা উল্লেখযোগ্য ? পূর্ব বোডিশ, শাংলা ভাষা, খো-বওয়া ভাষা ও এদের ধর্ম তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্ম।

সম্পর্কিত জাতিগত গোষ্ঠী -- তিব্বতি, শেরডুকপেন, শার্চপস, মোম্বা, লিম্বু। ভিন্নতার কারনে মনপাকে ছয়টি

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

ঘরে থাকলে আমি যদি ঝুনুর ঘুম ভাঙিয়ে দিই সেই ভয়ে দিদি বলল, "চাদরটা গায়ে দিয়ে একটু বাইরে যা। ঘুরে ফিরে আয়।"

মাধবপুর গ্রামটা সম্পর্কে আমার জানা। আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন বিশ্বাসদের দুটো ছেলের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। সমবয়সী হবে। মাত্র এক ক্লাস উপরে ছিল। তপন আর নির্মল।

মাধবপুর গ্রাম তেঁতুলতলা থেকে শুরু করে সোজা পশ্চিম দিক পর্যন্ত লম্বায় প্রায় দেড় কিলোমিটার। ইছামতী নদীর পাড়ে গিয়ে শেষ। কিন্তু চওড়া বেশি না। রাস্তার ধার দিয়ে ধার দিয়েই সব বাড়ি ঘর। কোথাও ৫০ মিটার আবার কোথাও ১০০ মিটার। কোথাও তারও একটু কম বেশি। দক্ষিণ দিকে মাঠ। একেবারে ইছামতী নদী পর্যন্ত চলে গিয়েছে। আর উত্তর দিকে মাধবপুর বাঁওড়। ইছামতি নদী থেকে সৃষ্ট। নদী খাত পরিবর্তন করে দক্ষিণে সরে সরে গিয়েছে। মাধবপুর বাঁওড় এক দেড় কিমির উপরে লম্বা। চওড়া প্রায় ১০০ মিটার। আবার কোথায় সরু ফালি। পূর্ব দিকের মুখটা মাধবপুর গ্রামের মাঝখানের দিকে এসে থেমে গিয়েছে। সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে পদ্মবান। পশ্চিম দিকে আমার তখনও যাওয়া হয়নি। এই বাঁওড়ের দক্ষিণ দিক থেকে ইছামতি নদীর উত্তর দিক পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার মাঠ আর মাধবপুর গ্রাম। উর্বর মাঠের জমি। তখন তিন ফসলি না হলেও, দু'ফসলি চাষ হতোই। সারা বছর ধরে নানা রকম শাকসবজির চাষ হতো। বিশেষ করে নদীর ধারের জমিগুলোতে। মাধবপুরের ডাঁটা বিখ্যাত। বেটে ছোট অথচ নরম মিষ্টি। আমি যে সময়ের কথা বলছি এ সময়টা ছিল আকালের। চাল খুব কমই পাওয়া যেত। গম, মাইলো এসবের রুটি মানুষ খেয়ে বাঁচতো। বড় বড় চাষীদের ঘরেও চাল থাকতো না। চালের রেশনিং ছিল। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চাল বয়ে নিয়ে যাওয়া যেত না। ব্যবসাদাররা তো মজুদ করতে পারতই না। বড় চাষীদের গোলায়ও মাঝে মাঝে পুলিশরা হানা দিতো। এখন বুঝতে পারি মিলেট জাতীয় শস্যকে মাইলো বলা হত। মোটা ঘাসের দানা মতো। আমি মাধবপুর গ্রামেই অনেক বাড়িতে দুপুরবেলা মাইলোর রুটি আর ডাঁটা চচ্চড়ি খেতে দেখেছি।

মাধবপুর গ্রামে কাপালিদের প্রাধান্য বেশি। এছাড়াও ঘোষ ও মুসলমানরাও আছে। এক একটা এলাকায় চিহ্নিত ভাবে বাস করে। বিশ্বাসপাড়া, মন্ডলপাড়া, ঘোষপাড়া, মুসলমান পাড়া এইভাবে সব পাড়াগুলোর নাম। কাপালিদের মধ্যেই বড় চাষী ও শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি। অনেকেই শিক্ষকতা করেন। এক এক পাড়ায় এক এক রকম রাজনীতির প্রভাব। এক কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আছেন যার নাম আমি বনগাঁতে বসেও শুনেছি। গ্রামে এসে জেনেছি তিনিও এমএ পাস। গ্রামে খুব কম সময়েই থাকেন। জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ান। দু'বছর মাধবপুরে থাকার সময় তাকে আমি মাত্র কয়েকবারই দেখেছি। একবার গ্রামে পুলিশ আসলো। তার দুদিন আগে ইনি মাধবপুর ঘুরে গিয়েছিলেন।

বিশ্বাস পাড়ার মানুষগুলো সবাই তার আত্মীয়-স্বজন। তাই বিশ্বাসরা বেশিরভাগ মানুষই সিপিআই করতো। আবার মন্ডল পাড়ার কাপালিরা সকলেই কংগ্রেসের সাপোর্টার ছিল। ঘোষপাড়া মুসলিমপাড়ায় কংগ্রেস কমিউনিস্ট দুই ছিল। মাধবপুরে বিশ্বাসদের বংশেরই লোক বেশি। জামাইবাবু প্রথমে এখানে হেডমাস্টার হয়ে আসলে এই বিশ্বাসরাই জায়গা দিয়েছিল থাকার। উঁচু ভিটের ওপরে হরিদাস বিশ্বাসদের একটা মুদিখানার দোকান ছিল। তার সাথে একটা কামরা। মাধবপুর এসে জামাইবাবু সেখানে থাকতেন।

দিদির কথামতো আমি আর বাইরে না গিয়ে বাড়ির সামনের বাগানটা, এসে দাঁড়ালাম। এখনকার ভাষায় কিচেন গার্ডেন। ফুল ফল সব রকমই আছে। শীতকালীন ফসল বাঁধাকপি, ফুলকপি,

চলবে...

প্রধানের সই প্যাড জাল করে ওয়ারিশন শংসাপত্র তৈরীর অভিযোগে ধৃত এক

প্রতিনিধি : গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সই প্যাড জাল করে পৈত্রিক সম্পত্তি নিজের নামে করার জন্য ওয়ারিশন শংসাপত্র তৈরীর চেষ্টার অভিযোগে এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। শুক্রবার বনগাঁ ব্লকের গাড়াপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন্দিপুর থেকে তাকে ধরা হয়। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম পরীক্ষিত সরকার। শনিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, পৈত্রিক সম্পত্তি নিজের নামে করার জন্য ছেলে তন্ময় সরকার এবং শ্যালক প্রলয় সরকারের সহযোগিতায় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সিল সই জাল করে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে জমা দিয়েছিল পরীক্ষিত। ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি বিষয়টি জানান গাড়াপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দুলাল চন্দ্র মাঝিকে। তিনি পরীক্ষা করে দেখেন সিল সই প্যাড সবই জাল। ৫ সেপ্টেম্বর প্রধান বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ওই সময় পুলিশ পরীক্ষিতের ছেলে তন্ময় এবং শ্যালক প্রলয় সরকারকে গ্রেফতার করেছিল। এতদিন পরীক্ষিত অসুস্থ থাকায় তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। এখন সুস্থ হওয়ায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

স্বরূপনগর সমবায়ে ইউকোর উদ্যোগে শস্য আলোচনা চক্র

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৬ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার স্বরূপনগর ব্লকে দেশের বৃহত্তম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইফকোর উদ্যোগে ও স্বরূপনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ব্যবস্থাপনায় এক শস্য আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈজ্ঞানিক কৃষি অলোচনা চক্রে স্বরূপনগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের ২৬০ জন কৃষিজীবী মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

ইণ্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার সমবায় সমিতি লিঃ আয়োজিত এদিনের শস্য আলোচনা চক্রে ইফকোর কলকাতা জোনের কৃষি সেবক দেবাশিস দত্ত ও ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক দিলীপ কুমার মণ্ডল, ছিলেন রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের ডিরেক্টর দুলাল চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ আধিকারিকগণ আলোচনায় অংশ নিয়ে জমি ও শস্যের একান্ত প্রয়োজনীয় ইফকোর যুগান্তকারী আবিস্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি (তরল) সারে গুনমান এবং শস্যক্ষেত্রে তা ব্যবহারের পদ্ধতি ও বিশদে ব্যক্ত করেন। ইফকোর জেলার ক্ষেত্র প্রবন্ধক মিঃ রীতেশ ঝা জানান, শুধু ন্যানো ইউরিয়া ও ডি এ পি নয়, ইফকোর প্রস্তুত অন্যতম সাগরিকা বায়োফার্টিলাইজার, প্রাকৃতিক পটাশ কীটনাশক জমি ও ফসলে ব্যবহারের গুরুত্ব এবং ব্যাবহারের পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন আলোচনা চক্রে উপস্থিত বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ আধিকারিকগণ। এদিনের শস্য আলোচনা চক্রে সমবেত কৃষকগণের মধ্যে আলোচনাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

প্রেমের টানে বাংলাদেশে

প্রথম পাতার পর

যুবকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের মহিলা এলাকায় স্বামীর সঙ্গে এসে কিছুদিন থাকতেন সেই সময় তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে মহিলা স্বামী তাকে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যায়। যুবকের বাবা সুভাষ হালদার জানান, প্রথমে আমরা ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে ছেলে ফোন করে জানায় সে বাংলাদেশে গিয়েছে এবং ওই মহিলাকে বিয়ে করেছে। আমরা জানতে পেরেছি ফেরার সময় বিজিবির হাতে ছেলে গ্রেপ্তার হয়েছে। আমরা খুবই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি। মা প্রতিমা হালদার বলেন, আমাদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ছেলে কবে ফিরবে তার অপেক্ষায় রয়েছি। বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠছে, সেই পরিস্থিতিতে এ দেশের সংখ্যালঘু যুবক ওদেশে ধরা পড়ায় তার পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্কিত সকলেই। ওই মহিলার সঙ্গে পরিবারের লোকজন যোগ করার চেষ্টা করছে।

চাঁদপাড়ায় সোস্যাল হেল্প অর্গানাইজেশন এর রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেও রক্ত দিতে হয়। তাই রক্তদান জীবন দান, রক্তদান মহৎ দান, এই আদর্শকে সামনে রেখে গত ২২ ডিসেম্বর এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া সোস্যাল হেল্প অর্গানাইশেন এর সদস্যগণ। এদিন সকালে গাইঘাটার রামপুর থেকে চাঁদপাড়ার মিলন সংঘ অবধি দীর্ঘ ৫ কিলোমিটার রোড রেসে ২৫০ জন দৌড়বিদ পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহন করেন। মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়া বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন অঙ্গনে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান ও নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপাড়া বাজার কমিটির সম্পাদক মুকুল সাহা, সমাজকর্মী কপিল ঘোষ, অজিত রায়, ভবেশ দত্ত, ক্রীড়া প্রেমী সমীরণ সানা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ কুণ্ডু প্রমুখ। বিরাটির আদৃল সমাসেবী সংস্থার কয়েকজন সদস্য উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে শিবিরে আসেন।

সংস্থার সভাপতি দীপঙ্কর দাস ও সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষক নারায়ন পোদ্দার সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও পুস্পস্তবকে বরণ করে নেন। সোস্যাল হেল্প অর্গানাইজেশনের সদস্যদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সম্পাদক নারায়নবাবু জানান, এদিনের রক্তদান শিবিরে ৫০ জন সদস্য স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। রক্তদাতাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। বনগাঁ জে আর ধর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের ডাঃ জি পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য কর্মীগণ স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের রক্ত সংগ্রহ করেন। উদ্যোক্তারা এদিন ম্যারাথন রেসে অংশগ্রহনকারী সেরা প্রতিযোগীগণকে স্মারক উপহারে ভূষিত করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সেরা প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। ঢাকুরিয়া সোস্যাল হেল্প অর্গানাইজেশন আয়োজিত এদিনের রক্তদান সহ নানা সেবামূলক কর্মসূচী উদ্যোক্তাদের আন্তরিক প্রয়াসে সার্থক হয়ে ওঠে।

বেআইনি জলের কারখানা তৈরি অভিযোগ, তালা লাগালো পৌরসভা

প্রতিনিধি : জল তৈরির কারখানায় হানা দিয়ে বেনিয়মের অভিযোগে সেটি সিল করল পৌরসভা। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায়। বনগাঁ পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার অচিন্ত্য বর্মন বলেন, আমরা খবর পেয়েছি দীপঙ্কর বিশ্বাস বৈধ কোনো কাগজপত্র ছাড়াই মাটির নিচ থেকে জল তুলে বিক্রি করা হচ্ছে। সেই মতো আমরা অভিযান চালাই। মাটি থেকে জল তুলে বোতলজাত করে বিক্রি করবার সমস্ত কাগজপত্র মালিক দেখাতে পারিনি। আপাতত কারখানাটি সিল করে দেওয়া হয়েছে।

কারখানার মালিক দীপঙ্কর বিশ্বাস, বলেন ৬ দিন হলো চালু করেছি। আমার কাছে কাছে মোটামুটি সবই কাগজপত্র আছে। যারা এসেছিলেন তারা বিক্রি করার অনুমতি পত্র এবং পলিউশন সার্টিফিকেট নিয়ে পৌরসভায় দেখা করতে বলেছেন। ওই কাগজ দুটি না থাকায় আপাতত সিল করে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

বেআইনিভাবে আইসিডিএস সেন্টার সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় একটি আইসিডিএস সেন্টার ছিল। ২০০০ সালের বন্যার পর থেকে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। সম্প্রতি সেই স্কুলের ভবন তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। অভিযোগ, ওই এলাকায় না হয়ে সেই আইসিডিএস সেন্টার তৈরির হচ্ছে অন্য এলাকায়। আইসিডিএস সেন্টারটি পুনরায় আগের এলাকায় করবার দাবিতে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করলো আদিবাসী মহিলারা। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ ব্লকের সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুন্দরপুর গ্রামে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, সুন্দরপুর জামদাপাড়ায় ২০০০ সাল পর্যন্ত স্কুলটি চলেছে। বন্যার পরে ঘর নষ্ট হয়ে যায়। তারপর থেকে অন্য জায়গায় অস্থায়ীভাবে স্কুল চলছিল। সম্প্রতি আইসিডিএস সেন্টারের টাকা স্যাংশন হওয়ার পর তারা জানতে পারেন স্কুলটি জামদাপাড়ার বদলে পাশের পাড়া সুন্দরপুরে হচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাঁশ বাগানের মধ্যে তৈরি হচ্ছে, যেখানে মশা মাছির উপদ্রব রয়েছে। পাশে পুকুর রয়েছে, যেখানে বাচ্চারা পড়ে যেতে পারে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী এদিন এলাকায় এসে ওই আইসিডিএস সেন্টার নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেয়। বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অভিযোগ, গ্রামবাসীদের না জানিয়ে এই কাজটি করেছে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সহ তার লোকজনেরা। স্থানীয় বিজেপি নেতা সুমন অধিকারী বলেন, তৃণমূল নেতারা পয়সা খেয়ে আইসিডিএস সেন্টারটি অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেছে।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত নকসার ১২তম জাতীয় নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৯ জিসেম্বর সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল নকসা আয়োজিত ১৩ তম বর্ষের জাতীয় নাট্যোৎসবের (রঙ্গযাত্রা) আনুষ্ঠানিক

ভাবে উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বনামধন্য মূকাভিনেতা নিরঞ্জন গোস্বামী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক কল্লোল ভট্টাচার্য, স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রবীর গুহ, অবতার সিংহ, বিপীন কুমার, পিয়াল ভট্টাচার্য্য, অমিত ব্যানার্জী, তরুণ প্রধান, সুদীপ্ত গুপ্ত, দীপঙ্কর সেন ও অধ্যাপিকা গগন দীপ প্রমুখ। নকসার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক আশিস দাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুস্পস্তবক, শীতবস্ত্র ও নিয়মিত নাট্যচর্চা ও নাটকের প্রসারে নকসা নাট্য সংস্থার অসামান্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে নকসা পরিচালিত গোবরডাঙ্গা সংস্কৃতি কেন্দ্রে বিচিত্রায় নকসা প্রযোজিত আশিস দাস নির্দেশিত নতুন নাটক 'কবীরা খাড়া বাজার মে' পরিবেশিত হয়। নটকটি হল ভর্তি দশকদের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। আয়োজক সংস্থা নকসার প্রাণপুরুষ আশিস দাস জানান, এবারের নাট্যোৎসবে মোট ১৫টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। রয়েছে সংস্থার নাটক আশ্চর্য মানুষ, মুম্বাই-এর একাডেমী অফ থিয়েটার আর্টস এর নাটক দি মাঙ্কি সপ এবং মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশিত নাটক ম্যাকবেথ। এছাড়াও হয়েছে নাট্য সেমিনার, মূকাভিনয়, পুতুল নাটক ও ক্লাউন থিয়েটার ইত্যাদি। নকসা আয়োজিত ১২তম বর্ষের নাট্যোৎসবকে ঘিরে এলাকার নাট্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

ফেরিওয়ালা বেশে জঙ্গি গ্রেপ্তার!

প্রথমপাতার পর...

সীমান্ত শহর বনগাঁয় প্রতিবছর কাশ্মীর থেকে বহু শাল ব্যবসায়ী আসেন। বছরের পর বছর ধরে তাঁরা বাংলায় আসেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাঁরা শাল ও শীতবস্ত্র বিক্রি করেন। গরম পড়লে তাঁরা আবার ফিরেও যান। শীতের কয়েক মাস আগে থেকেই বনগাঁ শহরের বাটামোড়, চাকদা রোড, বাগদা রোডের একাধিক বাজারে পসার সাজায়। এবারও এসেছেন তারা। কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান থেকে শীতের পোশাকের পসার নিয়ে হাজির হয় ভিন রাজ্যের বাসিন্দারা। ক্যানিং থেকে জঙ্গি সন্দেহে কয়েকজন গ্রেফতার হওয়ার পরেই ভিনরাজ্য থেকে আসা শাল ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ভিন রাজ্যের ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ জোগাড়ের কাজ শুরু আছে।

পিকনিক চলাকালীন ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু যুবকের

প্রতিনিধি : রাতে বন্ধুর ছাদে পরিবার নিয়ে পিকনিকের আনন্দে মেতেছিল যুবক। হঠাৎই ছাদের ধারের দেওয়ালে বসতে গিয়ে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল তাঁর। মুহূর্তের মধ্যে আনন্দ উৎসবে বিষাদের সুর বেজে উঠলো। শনিবার রাতে এমনই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার রামপুর সরকার পাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সুদীপ দেব (৩৫)। বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মরত।

পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সুদীপ সুব্রতরা প্ল্যান করেছিল শনিবার রাতে পরিবার গুলি নিয়ে একটি পিকনিক করবে। সে উপলক্ষ্যে এদিন রাতে এলাকার বন্ধু সুব্রত দাসের বাড়িতে তার দশ বছরের মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে পিকনিক করতে গিয়েছিল সুদীপ। অন্য বন্ধুরাও পরিবার নিয়ে ছিল সেখানে। ছাদে গান-বাজনা হইহুল্লোড় খাওয়া-দাওয়া চলছিল। রাত বারোটা নাগাদ হঠাৎই সুদীপ ছাদের পাশের ছোট দেওয়ালের উপরে বসতে যায়। সেখান থেকে উল্টে সোজা নিচে পড়ে গুরুতর জখম হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে হাবরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক সেখানেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা, গ্রেফতার

প্রতিনিধি : সেচ দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নাম করে ১২ লক্ষ টাকা নিয়ে ভুয়ো কাগজপত্র বানিয়ে দিয়েছিল অভিযুক্তরা। পরে দপ্তরে যোগাযোগ করতেই প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে বনগাঁ থানায় অভিযোগ। অভিযোগ পেয়ে তিনজনকে সোমবার রাতে গ্রেফতার করল পুলিশ।

ধৃতদের নাম মোহর আলী মন্ডল, বিশ্বজিৎ মন্ডল ও সম্রাট চন্দ। মোহর আলীর বাড়ি বনগাঁ থানার পাটশিমুলিয়ায়। স্থানীয় সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারভাইজার হিসেবে কর্মরত সে। ধৃত বিশ্বজিৎ মন্ডলের বাড়ি অশোকনগর, সে মসলন্দপুর একগ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক হিসাবে কর্মরত। সম্রাট চন্দর বাড়ি হাবরা বাণীপুর। অভিযোগ, বিশ্বজিৎ ও সম্রাট চন্দ দীর্ঘদিন ধরে চাকরি দেয়ার নাম করে প্রতারণা চক্র চালাচ্ছে। এই চক্রের সঙ্গে কারা কারা জড়িত আছে তা জানতে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযোগ ২০১৯ সালে সেচ দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নাম করে মোহর আলী মন্ডল, অভিজিৎ মন্ডল ও সম্রাট চন্দ তাঁর কাছ থেকে ১২ লক্ষ টাকা নেয়। দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও চাকরি না পাওয়ায় চাপ দিতেই তাকে ভুয়ো নথিপত্র দেয় অভিযুক্তরা। এরপর আব্দুল হাই মন্ডল কাগজপত্র নিয়ে ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করতেই বুঝতে পারে সে প্রতারিত হয়েছে। এরপরে তিনি বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান।

তদন্ত পুলিশ মোহর আলীকে বাগদা থেকে গ্রেফতার করে। তার সূত্র ধরেই সোমবার রাতে বিশ্বজিৎ মন্ডলকে অশোকনগর ও সম্রাট চন্দকে হাবরা বাণীপুর থেকে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার সকালে ১০ দিনের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

বাংলাদেশে মতুয়া নির্যাতনের প্রতিবাদে লড়াইয়ের ডাক মমতা ঠাকুরের

প্রতিনিধি : বাংলাদেশে মতুয়া ভক্তদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এবার এদেশের মতুয়া ভক্তদের পথে নেমে লড়াইয়ের ডাক দিল তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা সারা ভারত মতুয়া মহা সংঘের সংঘাধিপতি মমতা ঠাকুর।

বৃহস্পতিবার তিনি বাগদার হেলেঞ্চা হাই স্কুলের মাঠে বাগদা ব্লক মতুয়া ধর্ম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাগদার বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর সহ একাধিক মতুয়া নেতা দলপতি গোঁসাইরা। সেখানে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে মতুয়াদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে । হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। তিনি বলেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এবার ভারতের মতুয়া সমাজকে ডঙ্কা নিশান নিয়ে প্রতিবাদে গর্জে উঠতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সংসদে এ বিষয়ে পদক্ষেপ করতে হবে। এ দিনের বক্তৃতায় মমতা ঠাকুর বি আর আম্বেদকর নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্যের প্রতিবাদও জানান। সংবিধান রক্ষা করতে বাবাসাহেব আম্বেদকরের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে মতুয়া ধর্মালম্বি মানুষদের অধিকার বুঝে নেওয়া ও শিক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন ঘটানোর কথাও বলেন তিনি।

বল্লভপুরের প্রাচীন মন্দিরের কালি পুজোয় বহু ভক্ত সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও ৭ পৌষ তারিখে মহাসমারোহে কালিপুজো সম্পন্ন হয় বনগাঁ কালুপুর অঞ্চলের বল্লভপুর কোঠাবাড়ির প্রাচীন মন্দিরে। প্রবীণ গ্রামবাসী অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক গনেশ মণ্ডল জানান, প্রায় ২০০ বৎসর আগে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ নদীয়া থেকে এই গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। সে সময় থেকেই পৌষ মাসের এই তিথিতেই এখানে শক্তির আরাধনা শুরু হয়। ১০৭ বৎসর আগে মন্দির নির্মিত হলেও পরবর্তী সময়ে সেই ভগ্ন মন্দির সংস্কার করে বর্তমানে এই সুসজ্জিত মন্দির নির্মিত হয়েছে। বিগত ২৬ বৎসর যাবৎ নবনির্মিত এই মন্দিরে সাড়ম্বরে পুজো ও অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। তবে মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। সুসজ্জিত ঘটেই ভক্তরা পুজো দিয়ে থাকেন বলে গনেশ বাবু আরোও জানান।

পরিবারের অন্য সদস্য অমরজ্যোতি মণ্ডলের অর্থানুকূল্যে মন্দির অঙ্গনে নির্মিত হয়েছে মা সুষমা দেবী স্মরণে ভক্ত প্রতীক্ষালয়। এদিন সেই প্রতীক্ষালয়েই পরিবেশিত হয় নাম গান।

পুজোর সময় মণ্ডল পরিবারের লোকজন যাঁরা অন্যত্র থাকেন, তাঁরা সকলে বাড়ি ফিরে আসেন। শুধু মণ্ডল পরিবারের নয়, সমস্ত গ্রামের মানুষজন এই উৎসবে যোগ দেন। মহিলারা লালপেড়ে শাড়ি-ব্লাউজ পরিধান করে পুজোয় অংশগ্রহন করেন। পুজো শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পাশ্ববর্তী গ্রামের মানুষজনও ভোগের প্রসাদ নিতে চলে আসেন। পুজো উপলক্ষে দুঃস্থ গ্রামবাসীগণের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। পরিবারের অন্যতম সদস্য রায়গঞ্জ বি এড কলেজের অধ্যক্ষ ড. চৈতন্য মণ্ডল জানান, বিগত বৎসরের মতো এদিনও শতাধিক দুঃস্থ মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। সন্ধ্যায় বাউল গানের অনুষ্ঠানে অগনিত ধর্মপ্রাণ মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। অন্যতম ভক্ত দীপক মণ্ডল, স্বপন মণ্ডল প্রমুখের আন্তরিক প্রয়াসে এবারের বল্লভপুর কোঠাবাড়ির মায়ের পুজো ও অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

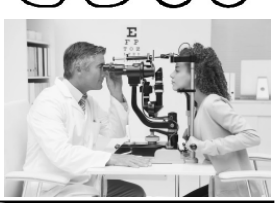

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...

M. 9474743020

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**